সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৫১
WEEKLY BOOKLET:251

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট

অযুর ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

গোসল করার পর অযু করা কি অজাতা? ৯
কৃত্রিম উইগ-এ অযু ও গোসলের হুকুম ১১
ঐ ব্যক্তি যার ঘুমে অযু ভঙ্গ হয় না ১৬
অযু আছে কি নেই সন্দেহ হলে কি করবে? ২৫

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট অযুর ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: হে **আল্লাহ পাক!** যে ব্যক্তি এই **"আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট অযুর ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে জাহেরী পবিত্রতার পাশাপাশি বাতেনী পবিত্রতা নসীব করো এবং বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে আরোহীদের পাত্রের মতো বানিও না যে, আরোহী নিজের পাত্রকে পানি দ্বারা পূর্ণ করে অতঃপর তা রাখে ও মালামাল উঠায়, এরপর যখন তার পানির প্রয়োজন হয় তখন তা থেকে পান করে, অযু করে অন্যথায় তা ফেলে দেয়, কিন্তু আমাকে তোমরা তোমাদের দোয়ার আগে ও পরে এবং মাঝখানে স্মরণ রাখো। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৩৯, হাদীস ১৭২৫৬)**

খোদায়া ওয়াসেতা মিঠে নবী কা
শরফ আত্তার কো হজ্জ কা আতা হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ কুরআনে করীমে কি অযুর ব্যাপারে হুকুম এসেছে?

উত্তরঃ অযুর ব্যাপারে কুরআনে করীমে হুকুম বিদ্যমান রয়েছে, যেমনটি ৬ষ্ঠ পারা সূরা মায়েদার ৬নং আয়াতে রয়েছেঃ (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ) (পারা ৬, মায়েদা, ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন নিজ মুখমণ্ডল ধৌত করো এবং কনুই পর্যন্ত হাতও; আর মাথা মসেহ করো; এবং পায়ের গিঁঠ ধৌত করো। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/৪৫৭)

দেয় শওকে তিলাওয়াত দেয় যওকে ইবাদত
রাহোঁ বা ওযু মে সদা ইয়া ইয়ালাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্নঃ বিনা অযুতে নামায পড়া কুফরী নাকী গুনাহ?

উত্তরঃ যদি জায়িয মনে করে বিনা অযুতে নামায পড়ে অর্থাৎ এরূপ মনে করে নামায পড়ার জন্য অযু করার প্রয়োজন নয়, তবে তা কুফরী। (বাহারে শরীয়াত, ১/২৮২, ২য় অংশ) আর যদি কেউ ভূলে পড়ে নেয় তবে গুনাহও নয়, তবে অযু করে নামায পূনরায় পড়ে দিতে হবে।

(বাহারে শরীয়াত, ১/৭০৫, ৪র্থ অংশ। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৩৫৯)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ আমার বয়স ৬৪ বছর আর আমি অনেকদিন ধরে প্যারালাইসি রোগে আক্রান্ত, যার কারণে এক হাতে অযু করতে পারি না, এটা বলুন যে, আমি অযু কিভাবে করবো ও আমার জন্য কি কি ছাড় রয়েছে? তাছাড়া আমার কি রোযাও রাখতে হবে? **(সোহেল মোগল, ইসলামাবাদ)**

উত্তরঃ **আল্লাহ পাক** আপনার প্রতি দয়া করুক, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করুক। মন বড় রাখুন, এটি হলো পরীক্ষা, এতেই তারাই সফল হয় যারা অটল থাকে। ইমামে আলী মকাম হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কারবালায় ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করেন, প্রিয় মানুষদের শাহাদতের পরও মাথা সিজদায় অবনত করেছিলেন। যেভাবেই সম্ভব হয় নামায শরীয়াতের গন্ডির মধ্যে থেকেই আদায় করতে হয় আর এর জন্য নামাযের মাসআলা শিখতে হয়, বাহারে শরীয়াতের ১ম খন্ডের চতুর্থ অংশে অসুস্থদের নামাযের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। যারা প্যারালাইসিসের কথা বলেছেন হয়তো তারা এটা মনে করছে যে, যদি নামায পড়তে না পারি তবে রোযা রাখবো কিভাবে? কিংবা যারাই এরূপ মনে করছেন তারা এটি মনে গেঁথে নিন যে, নামায ও রোযা ভিন্ন ভিন্ন ইবাদত, এমন নয় যে, একটি না করলে তবে দ্বিতীয়

www.dawateislami.net

বিষয়টিও করা যাবে না, তার জন্য উভয়টি আদায় করতে হবে যদি **আল্লাহ** না করুক কেউ রোযা রাখেনি ও নামায পড়ে নিলো তবে তার নামায আদায় হয়ে যাবে।

পায়ের অক্ষমতা (প্যারালাইসিস) ও প্রস্রাবের ক্ষণস্থায়ী রোগে আক্রান্ত রোগী যার খাটও কিবলামূখী নয়, নামাযের ব্যাপারে তাদের নির্দেশনা দিয়ে (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) এর দু'টি ধরন হবে: (১) যদি তাদের বারবার প্রস্রাব বের হয়ে যায় আর তারা এতটুকু সময়ও পায় না যে, সেই সময়ে তারা অযু করে ফরয আদায় করে নিবে এমতাবস্থায় সে শরয়ী মা'জুর (অপারগ) সাব্যস্ত হবে। এতে শর্ত হলো, খুবই অল্প সময়ের মধ্যে একবার তার এই অপারগতা প্রকাশ পাওয়া। (বাহারে শরীয়াত, ১/৩৮৫-৩৮৬) যেমন; অযু করে আসরের নামায শুরু করলো আর এতে যত ইচ্ছা নামায আদায় করতে পারবে কিন্তু মাগরীবের নামাযের জন্য তাকে আবারো অযু করতে হবে। (২) আর যদি সে শরয়ী মা'জুর না হয় অর্থাৎ সে এতটুকু সময় পেয়ে যায় যে, যার মধ্যে ফরয আদায় করতে পারবে তবে তার সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং অযু করে ফরয নামায আদায় করতে হবে। যাইহোক যদি অবস্থা এমন হয় যে, নিজে অযু করতে পারে না কিন্তু অন্য

www.dawateislami.net

কেউ করানোর জন্য রয়েছে তবে তাকে অযু করিয়ে দিবে অন্যথায় তাকে তায়াম্মুম করাবে এবং কাউকে বলে খাটের দিক কিবলার দিকে করিয়ে নিবে আর ইশারায় নামায আদায় করবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) যদি শুয়ে শুয়ে নামায পড়ার জন্য অপারগ হয় তবে এভাবে খাট বিছাবে যে, তার পা কিবলার দিকে হবে।[১] আর যদি এতটুকু সময় না পায়, যাতে সে অযু করে নামায আদায় করতে পারবে তবে এর দ্বারা ফরয আদায় করার সময় উদ্দেশ্য, এতে সুন্নাত ও নফল আদায় করার সময় অন্তর্ভূক্ত নয়, অর্থাৎ অযু করে কমপক্ষে এতটুকু সময় পাওয়া যে, ফরয নামায পড়তে পারবে তবে অযু করে পড়ে নিবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/৪০৬)

প্রশ্ন: কাঁচা পেঁয়াজ খেলে কি অযু ভঙ্গ হয়ে যায়?

(নূরুল আইন)

---

১. যদি রোগী বসতেও অপারগ হয় তবে শুয়ে শুয়ে ইশারায় পড়বে, তা ডান পার্শ্ব বা বাম পার্শ্ব হয়ে শুয়ে কিবলার দিকে মুখ করে হোক বা চিৎ করে শুয়ে কিবলার দিকে পা করে হোক, কিন্তু পা প্রসারিত করবে না, কেননা কিবলার দিকে পা প্রসারিত করা মাকরূহ, বরং হাটু খাড়া করে রাখবে এবং মাথার নিচে বালিশ ইত্যাদি রেখে উঁচু করে নিবে যেনো মুখ কিবলার দিকে হয়ে যায় আর এই অবস্থাটি অর্থাৎ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়া উত্তম। **(দুররে মুখতার, ২/৬৮৬-৬৮৭। বাহারে শরীয়াত, ১/৭২২, ৪র্থ অংশ)**

www.dawateislami.net

উত্তরঃ কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া থেকে বিরত থাকা উত্তম, কেননা মুখ দূর্গন্ধ হয়ে যায়, তবে খাওয়া জায়িয আর এতে অযু ভঙ্গ হয়না। তরকারীতে রান্নাকৃত পেঁয়াজ ও রসূন খাওয়া যাবে, কেননা রান্না করার পর এর দূর্গন্ধ শেষ হয়ে যায় এবং তা খাওয়াতে মূখে দূর্গন্ধও সৃষ্টি হয়না।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/৪৬৩)

প্রশ্নঃ অযু করার পূর্বে অযুর অঙ্গ সমূহ ভিজিয়ে নেয়া কেমন?

উত্তরঃ অযু করার পূর্বে অযুর অঙ্গ সমূহ ভিজিয়ে নেয়া মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১/২৯৭, ২য় অংশ) বিশেষকরে শীতের সময় অধিক উত্তম, কেননা এই দিনে চামড়া শুষ্ক হয়ে যায় এবং অনেক জায়গায় ফেটে যায়, তাই মনোযোগ সহকারে করা না হলে তবে কিছু অংশ শুষ্ক রয়ে যায়। হতে পারে যে, অযু করার সময় জনসাধারনের অযুর অঙ্গ শুষ্ক রয়ে যায়। যদি আমরা পূর্ব থেকে অযুর অঙ্গে পানি মালিশ করে নিই তবে এতে চমড়া নরম হয়ে যাবে আর পানি দ্রুত প্রবাহিত হয়ে যাবে, যার ফলে অযুও দ্রুতহয়ে যাবে। প্রত্যেকের এই মুস্তাহাবের উপর আমল করার অভ্যাস বানিয়ে নেয়া উচিৎ।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/৪৬৩)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ আমি যখন অযু করি তখন আমার এরূপ সন্দেহ হয় যে, অমুক জায়গা শুষ্ক রয়ে গেছে, এর কারণে তোমার অযু হবে না অতএব আমি এই সন্দেহ দূর করার জন্য নিজের অঙ্গ বারবার ধৌত করি, যার ফলে পানি অনেক নষ্ট হয়ে যায়। দয়াকরে এ ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করুন।

উত্তরঃ আসলে কুমন্ত্রণার অনুসরন করা হলো শয়তানেরই অনুসরন করা। এরূপ করাতে শয়তানের উদ্দেশ্যও পূরণ হয়ে যায় অতঃএব কুমন্ত্রণাকে দূর করুন এবং সুন্নাত অনুযায়ী তিনবার নিজের অযুর অঙ্গ সমূহ ধুয়ে নিন। তবে আসলেই কনফার্ম যে, কোন অঙ্গের কিছু অংশ শুষ্ক রয়ে গেছে তবে এবার তা আবারো ধুয়ে নিন। যখন আপনি অযুর অঙ্গে পানি প্রবাহিত হওয়া দেখছেন আর অঙ্গও ভেজা দেখা যাচ্ছে আর অঙ্গে এমন কোন বস্তু লেগে নাই যা চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছতে দেয় না তবে আপনার অঙ্গ ধৌত হয়ে গেছে। অযুতে চামড়ার ভেতরের অংশ ধৌত করতে হয়না বরং চামড়ার উপরের অংশ ধৌত করতে হয় আর এতে চামড়ার লোম ধৌত করাও অন্তর্ভূক্ত। আপনার এরূপ মানসিকতা বানিয়ে চলতে হবে, অন্যথায় আপনি নিজেই বুঝছেন যে, এটি হলো সন্দেহ আর এর অনুসরন করা সতর্কতা নয় বরং শয়তানের আনুগত্য করা, অতএব আপনার

www.dawateislami.net

সন্দেহের উপর আমল করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। **আল্লাহ পাক** আপনাকে কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/৪৬৪)

প্রশ্ন: রোযা ভঙ্গ হওয়ার ভয়ে অযু করার সময় কুলি না করা বা নাকে পানি না দেয়া কেমন?

(প্রশ্নকারী: যায়নাব আত্তারীয়া)

উত্তর: অযুতে নাকে নরম হাড় পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ও ভালোভাবে পরিস্কার করা তাছাড়া কণ্ঠনালী (হলক) পর্যন্ত পানি পৌঁছানো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। অনুরূপভাবে অযুতে তিনবার করে অঙ্গ সমূহ ধৌত করাও সুন্নাত। (দুরবে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ১/২৫৩) অতএব কুলি না করা বা নাকে পানি না দেয়াতে অযুর ফরয তো আদায় হয়ে যাবে কিন্তু এর সুন্নাত রয়ে যাবে আর যদি গোসলে কুলি করা বা নাকে পানি দেয়া ছেড়ে দেয় তবে গোসলই হবে না, কেননা গোসলে তা ফরয। (দুররে মুখতার, ১/৩১১) অতএব সতর্কতার সহিত কুলিও করুন আর নাকে পানিও দিন, অন্যথায় এমন যেনো না হয় যে, রোযা বাঁচানোর খেয়ালে অযু ও গোসলই নষ্ট হয়ে গেলো!

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১৫৬তম পর্ব, ১২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: আমার আম্মার শাহাদত আঙ্গুল কাটা আর যখন তিনি অযু করার জন্য অঞ্জলিতে পানি নেয় তখন পানি

www.dawateislami.net

প্রবাহিত হয়ে যায়, তবে কি বাম হাতে কুলি ও নাকে পানি দিতে পারবে?

উত্তর: অপারগ হলে এরূপ করতে পারবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১৮২তম পর্ব, ৯ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: অযুবিহীন কি আযান দিতে পারবে?

উত্তর: উত্তম হলো, অযু করেই আযান দেয়া।[১]

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১৮২তম পর্ব, ৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যাক্তি গোসল করার পর অযুকারীকে দেখে বললো: "এটা অজ্ঞতার নিদর্শন।" তবে তার এরূপ বলা কেমন?

উত্তর: সম্পূর্ণ গোসল করে নেয়াতে অযুও হয়ে যায়, আবার অযু করার প্রয়োজন নেই। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/২৫৬) অতএব যে গোসল করার পর এই ভেবে অযু করলো যে, গোসল করাতে অযু হয়না, তবে তা জ্ঞানের স্বল্পতার ফল আর এই কারণে এই আমলকে "অজ্ঞতা" বললে ঠিক আছে, কিন্তু

১. অযুবিহীন আযান বিশুদ্ধ হবে। (দুররে মুখতার, ২/৭৫) কিন্তু অযুবিহীন আযান দেয়া মাকরূহ। (হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মিরাকিল ফালাহ, ১৯৯ পৃষ্ঠা) ফতোয়ায়ে রযবীয়া শরীফে রয়েছে: অযুবিহীন আযান জায়িয, এর অর্থ হলো যে, আযান হয়ে যাবে কিন্তু উচিৎ নয়, হাদীসে এর নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৩৭৩)

www.dawateislami.net

সাধারনত কাউকে এরূপ বলাতে তার মনে কষ্ট পাবে, অতএব কোন মুসলমানকে এভাবে বলা উচিৎ নয়, বরং সুন্দরভাবে বিশুদ্ধ মাসআলা জানানো উচিৎ, যেমন; যখন আপনি সম্পূর্ণরূপে গোসল করে নিয়েছেন তবে গোসলের সাথে সাথে আপনার অযুও হয়ে গেছে, অতএব আপনার গোসল করার পর অযুর করার প্রয়োজন নেই।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১৭৮তম পর্ব, ৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ উঁকুন মারলে কি অযু ভঙ্গ হয়ে যায়?

(স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তরঃ উঁকুন মারা, অনুরূপভাবে ছাগল জবাই করালেও অযু ভঙ্গ হয়না। نَعُوْذُ بِاللّٰه যদি কেউ অযু সহকারে কোন মানুষকে হত্যা করে দেয় তবুও এতে অযু ভঙ্গ হবে না। কোন কিছু মারার কারণে অযু ভঙ্গ হয় না।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২৪৮তম পর্ব, ২৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ তাসবীহের পুতির উপর **"আল্লাহ"** ও **"মুহাম্মদ"** শব্দ লেখা থাকলে তবে কি তা অযুবিহীন বা অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করতে পারবে?

উত্তরঃ এরূপ তাসবীহ অযুবিহীন স্পর্শ করা জায়িয, কিন্তু তা পকেটে থাকা অবস্থায় ওয়াশরুমে যেতে হতে পারে বা ময়লাযুক্ত হাত লাগতে পারে। তাই উত্তম হলো, এরূপ

www.dawateislami.net

তাসবীহ না রাখা, যদি থাকে তবে ঘরে কোন পেরেকে ঝুলিয়ে রাখুন আর যখন ঘরে থাকবেন তখন এতে ওযীফা ইত্যাতি পাঠ করুন, যাতে কোন প্রকারের বেয়াদবী না হয়। কিন্তু তবুও যখন এর পুতিতে বারবার আঙ্গুল লাগবে তখন এর লেখার কালি হাতে লেগে যাবে এবং যখন আপনি হাত ধৌত করবেন তখন সেই কালি কোথায় কোথায় যাবে আপনি বুঝতে পারছেন। অতএব এরূপ তাসবীহ প্রোডাকশনই না করা উচিৎ, কিন্তু আমাদের জন্য এটা বন্ধ করা কঠিন, অতএব আমরা তা ক্রয় করাই ছেড়ে দিবো। হ্যাঁ, যদি উপহার হিসাবে এলো তবে তা নষ্ট করা যাবেনা, বরং সতর্কতার সহিত ব্যবহার করুন, বা-আদব বা-নসীব (তথা আদব সম্পন্নরাই সৌভাগ্যবান)।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৫/৩৬৪)

প্রশ্নঃ টাক মাথার কিছু লোক কৃত্রিম উইগ লাগিয়ে থাকে, এতে কি অযু এবং নামায হয়ে যাবে?

(ওয়াসিম রযা আত্তারী)

উত্তরঃ যদি "উইগ" এমন হয় যে, তা খুলে অযুতে মাসেহ করা যায় তবে খুলে নেয়া আবশ্যক। তবে যদি এরূপ "উইগ" যা তালুর সাথে লাগানো থাকে, খোলা সম্ভব নয় তবে এমতাবস্থায় অযুর সময় উপরেই মাসেহ করে নিবে আর

www.dawateislami.net

গোসলে উপরেই ধৌত করে নিবে।[১]

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৫/২৬৬)

প্রশ্ন: অযু করার পরপরই নামায পড়ে নেয়া কি তাহিয়্যাতুল অযুর স্থলাবিষিক্ত হয়ে যাবে? তাছাড়া এতে কি নফলের সাওয়াব পাওয়া যাবে নাকি যাবে না?

উত্তর: যদি মাকরূহ সময় না হয় তবে "তাহিয়্যাতুল অযু" পড়ে নিন, কেননা তাহিয়্যাতুল অযুতে উত্তম হলো যে, তখনই পড়ে নেয়া যখন অযুর ভেজাভাব অবশিষ্ট থাকে।[২]

(ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/৮) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/২২৭)

প্রশ্ন: সুন্নাত পড়ার পর যদি অযু ভঙ্গ হয়ে যায় তবে অযু করার পর আবারো কি সেই সুন্নাত পড়বে নাকি পূর্বের সুন্নাতই যথেষ্ট? **(প্রশ্নকারী: খালিদ মাহমুদ আত্তারী)**

---

১. মানুষের চুল দ্বার বানানো "উইগ" ব্যবহার করা বা এই চুল দ্বারাই ইমপ্লান্টিং করানো হারাম। তবে যদি কৃত্রিম চুল হয় বা এমন কোন পশুর চুল যে, তা অপবিত্র নয় তবে এই চুল লাগানো জায়িয।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

২. **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই ব্যক্তি অযু করে এবং ভালভাবে অযু করে আর জাহির ও বাতিন সহকারে মনোযোগী হয়ে দুই রাকাত নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (মুসলিম, ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৫৩) **বাহারে শরীয়াত** ১ম খন্ডের ৬৭৫নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: অযুর পর অঙ্গ শুকানোর পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব। (তানভীরুল আবসার মাআ দুররে মুখতার, ২/৫৬৩) অযুর পর ফরয ইত্যাদি পড়াতে তাহিয়্যাতুল অযুর স্থলাবিষিক্ত হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ২/৫৬৩)

www.dawateislami.net

উত্তরঃ সেই সুন্নাতই যথেষ্ট।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/২১৮)

প্রশ্নঃ অযু করার সময়ও কি পানির অপচয় হতে পারে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! যদি কোন ব্যক্তি নফল নামাযের জন্য অযু করছে বা এমনিতেই অযু অবস্থায় থাকার জন্য অযু করছে যদিও এটি একটি মুস্তাহাব কাজ, এতে সাওয়াব অর্জিত হবে আর না করাতে কোন গুনাহ হবে না, কিন্তু যদি এই অযু করার জন্য বসলো আর পূর্বেই নল খুলে নিলো অতঃপর আস্তিন ফোল্ড করার পর মিসওয়াক মুখে সামান্য স্পর্শ করে নলের নিচে ধৌত করতে থাকলো এবং এই সময়ে লাগাতার পানি পড়তে রইলো তবে একে পানি নষ্ট হওয়াই বলা হবে। আমি অনেক লোককে অযুর সময় বিনা দ্বিধায় পানি ছেড়ে রাখতে দেখেছি, অনেকে তো এমনও রয়েছে যাদের পানি নষ্ট হওয়ার অনুভূতি পর্যন্ত নেই, যদি তাদের বুঝানো হয় যে, জনাব! অযু করার সময় নল সামান্য করে খুলুন, তো হয়তো তারা এটাও জানে না যে, নল সামান্য খোলা ও বেশি খোলা কাকে বলে! হ্যাঁ তারা টাকার ব্যাপারে অবশ্যই জানে যে, সামান্য কাকে বলে আর বেশি কাকে বলে! অথচ পানি টাকার চেয়েও দামী। পানির মূল্য বুঝার

www.dawateislami.net

জন্য তো এভাবে কল্পনা করুন যে, আপনি কোন মরুভূমিতে রয়েছেন আর আপনার নিকট একটি স্বর্ণের ইটও রয়েছে কিন্তু পানি নেই আর আপনার প্রচন্ড পানির পিপাসা লেগেছে, যার ফলে আপনার প্রাণ উষ্ঠাগত। এখন আপনি প্রাণ বাঁচানোর জন্য স্বর্ণের ইট দিয়েও পানি নেয়ার চেষ্টা করবেন যে, কেউ এই ইট নিয়ে নাও এর বিনিময়ে এক গ্লাস বরং অর্ধেক গ্লাস পান পান করিয়ে দাও, যাতে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারি।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৫/১৭)

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট কতিপয় লোক উপস্থিত ছিলো, কেউ পানি পান করার জন্য নিয়ে নিলো আর পান করে অর্ধেক গ্লাস ফেলে দিলো। এর অর্থ হলো পানি অবশিষ্ট রেখে ফেলে দেয়ার রোগ অনেক বেড়ে গেছে, বর্তমানেও লোকেরা সামান্য পানি পান করে ফেলে দেয়। যাইহোক তার পানি ফেলে দেয়াতে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাদানী ফুল দিতে গিয়ে বুঝালেন ও একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন: হারুনুর রশীদের খেদমতে ওলামায়ে কিরাম উপস্থিত ছিলো, একদিন হারুনুর রশীদের পিপাসা পেলো, পান করার জন্য পানি আনালেন, পান করতে চাইলে এক আলিম সাহেব বললেন: থামুন! প্রথমে এটা বলুন যে, যদি আপনি কোন উত্তপ্ত মরুভূমি বা কোন জঙ্গলে হন আর

www.dawateislami.net

এরূপ পিপাসা লাগলো যেমনটি এখন লেগেছে কিন্তু পান করার জন্য পানি পাওয়া যাচ্ছে না। আপনার প্রাণ প্রায় উষ্ঠাগত, তখন এই পানি আপনি কত মূল্য দিয়ে কিনবেন? হারুনুর রশীদ বললো: অর্ধেক সম্রাজ্য দিয়ে পানি নিবো ও নিজের প্রাণ বাঁচাবো। উত্তর শুনে সেই আলিম সাহেব বললেন: পানি পান করে নিন। যখন হারুনুর রশীদ পানি পান করে নিলেন তখন আলিম সাহেব আবারো বললেন: যেই পানি আপনি এখনই পান করেছেন, যদি তা ভেতরেই রয়ে যায় ও প্রস্রাবের মাধ্যমে বাইরে বের না হয় আর আপনার প্রাণ নাশের অবস্থা হয়ে যায় তবে এর চিকিৎসার জন্য কত খরচ করার জন্য প্রস্তুত আছেন? হারুনুর রশীদ উত্তর দিলেন: আমাকে যদি আমার সম্পূর্ণ সম্রাজ্যও দিতে হয় তবে আমি দিয়ে দিবো আর নিজের প্রাণ বাঁচাবো। সেই আলিম সাহেব বললেন: বাদশাহ সালামত! আপনি আপনার এই সম্রাজ্যের নিয়ে যত ইচ্ছা গর্ব করুন, এর মূল্য এটাই যে, একবার এক গ্লাস পানির জন্য অর্ধেক সম্রাজ্য বিক্রি হয়ে গেলো আর দ্বিতীয়বার চিকিৎসার জন্য সম্পূর্ণ বিক্রি হয়ে গেলো।

(মলফুযাতে আলা হযরত, ৩৭৫-৩৭৬ পৃষ্ঠা। তারিখুল খোলাফা, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

আসলেই পানি গুরুত্ব তো সেখানেই হয়ে থাকে, যেখানে পানির স্বল্পতা রয়েছে, আমাদের **আল্লাহ পাকের**

www.dawateislami.net

নেয়ামতের গুরুত্ব নেই। পানির এক একটি ফোঁটার হিসাব দিতে হবে, অতএব যখনই অযু করবো তখন নল এতটুকু খুলবো যতটুকু প্রয়োজন হয়, বেশি খোলা ও পানি নষ্ট করতে থাকা বিপদজনক, অতঃপর মসজিদ বা মাদরাসার পানি যা ওয়াকফের হয়ে থাকে তা নষ্ট করা আরো বেশি মারাত্মক বিষয়, এর মাসআলাও অনেক, হয়তো লোকেরা নিজের ঘরে পানি কম খরচ করে মসজিদে বেশি করে। ঘরেও যখন গোসল করে তখন শাওয়ারের মাধ্যমে কত পানি যে নষ্ট করে দেয় কেউ জানে না! (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৫/১৮)

প্রশ্নঃ কোন মনিষীদের ঘুমে অযু ভঙ্গ হতো না? তাছাড়া যদি আমরা অযু করে ঘুমাই তবে ফজরে উঠা পর্যন্ত কি আমাদের অযু অবশিষ্ট থাকবে?

উত্তরঃ আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর অযু ঘুমের কারণে ভঙ্গ হতো না, কেননা তাঁদের চোখ ঘুমায় অন্তর জাগ্রত থাকে। (বুখারী, ১/২৯৭, হাদীস ৮৫৭) আর অবশিষ্ট সাধারন মানুষের ঘুমানোকে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়, কিন্তু ঘুমের কারণে অযু ভঙ্গ হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে, যেমন; কিভাবে ঘুমালো? অবচেতন ছিলো নাকি ছিলো না? মাথা কি মাটির সাথে ভালোভাবে লাগা অবস্থায় ছিলো নাকি ছিলো না? যদি নিতম্ব

www.dawateislami.net

মাটির সাথে লেগে থাকে আর চোখে ঘুম এসে গেলো, যেমন; চেয়ারে বসে বসে ঘুম এসে গেলো, তবে অযু ভঙ্গ হবে না ও নিতম্ব একেবারে লেগে ছিলো না তবে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। এর বিস্তারিত বিধান "নামযের আহকাম" কিতাবের "অযুর পদ্ধতি" অধ্যায়ে রয়েছে। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) যদি কেউ এমন অবস্থায় ঘুমালো, যা ঘুম আসাতে প্রতিবন্ধক যেমন; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে গেলো, এতে যদি নিতম্ব লেগে না থাকে তবুও অযু ভঙ্গ হবে না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/৪৮৮। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/৪৭৮)

প্রশ্ন: আমি শোবিজে কাজ করি। আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰه পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি। যদি অযু অবস্থায় অভিনয় করি তবে কি সেই অযু দ্বারা আমি নামায পড়তে পারবো? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে, মানুষ চলতে ফিরতে গালাগালি করে, খারাপ শব্দ এবং মিথ্যা বলে, তবে اَلْحَمْدُ لِلّٰه সকলেই মুসলমান কিন্তু তাদের এই খেয়াল নেই যে, এটা কতবড় গুনাহ। আপনি এব্যাপারে কিছু বলুন। **(আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় আগত একজন চলচিত্র অভিনেতার প্রশ্ন)**

উত্তর: এটা ভলো বিষয় যে, অভিনয়কে খারাপ মনে করছে যে, এটা অযু ভঙ্গ করে দিবে না তো? তবে সাহস

www.dawateislami.net

করে অভিনয়ের মন্দ কাজটিই ছেড়ে দিন, যাতে না থাকলে বাঁশ, বাজবে না বাশিঁ। যাইহোক অভিনয়ের কারণে অযু ভঙ্গ হয়না। আর মিথ্যা বলা ও গালাগালি করার এই বিষয়টি তো দূর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের সমাজের এখন অংশ হয়ে গেছে, অথচ এটি গুনাহের কাজ, অতএব মুসলমানের মিথ্যা বলা উচিৎ নয়, গালি দেয়া উচিৎ নয় আর গীবত করা উচিৎ নয়। অনুরূপভাবে কুধারনা, ওয়াদা খেলাফীর মতো গুনাহ থেকেও মুসলমানদের বিরত থাকা উচিৎ।[১]

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/৮৪)

প্রশ্নঃ যদি পানির ট্যাংকে ব্যাঙ পড়ে যায় তবে কি সেই পানি অযু করার জন্য ব্যবহার করা জায়িয হবে?

(SMS এর মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তরঃ **"ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া"** ১ম খন্ডের ২০ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ পানির ব্যাঙ বরং স্থলের হলেও, আর অনেক বড় না হওয়া, যাতে প্রবাহিত রক্ত থাকে, যদি কূপে মারা যায় বা মরা অবস্থায় পড়ে যায় বরং ফুলে ফেটে যায় তবুও পানি পবিত্র আর তা দ্বারা অযু গোসল জায়িয। কিন্তু যখন ছিন্নভিন্ন হয়ে অঙ্গগুলো পানিতে মিশে যায় এই পানি পান করা হারাম

১. মিথ্যা, গীবত, অট্টহাসি, (অশ্লিল) কবিতা, উটের মাংস খাওয়া এবং প্রত্যেক গুনাহের পর অযু করে নেয়া মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার, ১/২০৬)

www.dawateislami.net

আর যদি স্থলের বড় ব্যাঙ যাতে প্রবাহিত রক্ত রয়েছে, পানিতে মরে যায় তবে অপবিত্র হয়ে যাবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৪/৩৪২)

প্রশ্নঃ অযুবিহীন অবস্থায় কি দরূদ শরীফ পাঠ করা যাবে?

উত্তরঃ অযুবিহীন অবস্থায় দরূদ শরীফ পাঠ করা যাবে। "কুরআনে পাকের তিলাওয়াতও করা যাবে তবে অযুবিহীন অবস্থায় কুরআনে পাক স্পর্শ করতে পারবে না।"

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/৪৭৫)

প্রশ্নঃ চলতে ফিরতে, জুতা পরিধান করে বা অযুবিহীন অবস্থায় কুরআনে পাক পাঠ করা কেমন?

উত্তরঃ অযুবিহীন অবস্থায় কুরআনে পাক পাঠ করা জায়িয কিন্তু কুরআনে করীম অযুবিহীন অবস্থায় স্পর্শ করা জায়িয নয়। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ১/৩৪৮) তাছাড়া জুতা পরিধান করে কুরআন পাঠ করাতে সমস্যা নাই।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৫১১)

প্রশ্নঃ পেঁয়াজ কাটার সময় যেই অশ্রু বের হয়, তাতে কি অযু ভঙ্গ হয়ে যায়? আর অশ্রু কাপড়ে পড়ে যায় তবে কি কাপড় অপবিত্র হয়ে যায়?

উত্তরঃ পেঁয়াজ কাটার সময় যেই অশ্রু বের হয় তা পবিত্র হয়ে থাকে, তাতে অযু ভঙ্গ হয়না আর কাপড়ও অপবিত্র হয়না। (আমীরে আহলে সুন্নতের বাণীসমগ্র, ৩/৪৬৩)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: বর্তমানে যেই মেহেদী লাগানো হয় তা একদিনেই পাতলা পরতের মতো হয় উঠে যায়, তবে কি তা লাগিয়ে অযু বা গোসল হয়ে যাবে?

উত্তর: যেই মেহেদীর পরত হাত পায়ে জমে যায় এরূপ মেহেদী লাগাবেন না, কেননা যতক্ষণ তা লেগে থাকবে অযু হবে না এবং অযু না হলে নামাযও হবে না। অনুরূপভাবে যদি ফরয গোসল করে তবে গোসলও আদায় হবে না, অতএব এরূপ মেহেদী লাগান, যার পরত জমে থাকে না। যেই মেহেদী আমরা দাঁড়িতে লাগাই এর পরত জমে না আর যা মহিলারা লাগায় তাতে পরত জমে যায়, তাই দাঁড়িতে মেহেদী লাগানো ব্যক্তিরা কখনোই তা লাগাবেন না।

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) প্রথমবার পরত তো প্রত্যেক মেহেদীতে জমে আর তা পরিস্কারও হয়ে যায় কিন্তু কেমিক্যাল সমৃদ্ধ অনেক মেহেদী এমন রয়েছে যে, তা লাগানোর পর যখন হাত ধুয়ে নেয়া হয় তবে এর পর কালার দেখা যায়, যা দেখতে কালার মনে হয় কিন্তু মহিলারা যখন পাত্র ধৌত করে বা এমনিতেই হাত ধৌত করে তখন তা

www.dawateislami.net

পড়তে পড়তে উঠে যায়, এরূপ মেহেদী লাগালে অযুর সমস্যা হয় এবং এরূপ মেহেদীর ব্যাপারে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের ফতোয়া **"শয়তানের কতিপয় হাতিয়ার"** নামক পুস্তিকার শেষ পাতার রয়েছে। মহিলারা মেহেদী লাগানোর সৌখিন হয়ে থাকে এবং এর জন্য তারা রীতিমতো আয়োজন করে থাকে, তবে তাদের কেমিক্যাল বিহীন এমন মেহেদী লাগানো উচিৎ, যার পরত জমে না।

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) বর্তমানে অনেক উন্নতি হয়ে গেছে, অন্যথায় অদূর অতীতে মেয়েরা পাতলা মেহেদী বানিয়ে একে অপরের হাতে শলাকা দিয়ে ফুল ইত্যাদি আঁকতো আর সেই যুগে মেহেদীরও কোন সমস্যা ছিলো না, ব্যস মেহেদী লাগানোর পর হাত ধৌত করে নিতো আর রঙ দেখা যেতো, মেহেদীর রঙ গাঢ় হওয়ার জন্য বারবার নিজের মুষ্টি খুলতো আর বন্ধ করতো আর অনেকে তো রাতে মেহেদী লাগিয়ে মুষ্টি বন্ধ করে তা কাপড় দ্বারা বন্ধ করে দিতো এবং এতে মেহেদীর রঙ গাঢ় হতো। এখন লোকেরা বলে যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু মেহেদীর জন্য যারা এত ফালতু খরচ করে তার প্রতি কেউ মনোযোগ দেয়না, আর পূর্বে মেহেদীর জন্য এত খরচ করার কল্পনাই ছিলো না। এখনো সাধারন মেহেদী পাওয়া যায় কিন্তু

www.dawateislami.net

বানানোতে এত পরিশ্রম কে করবে, পূর্বে এর জন্য পরিশ্রম করতো যে, এরূপ কোন মেহেদী পাওয়া যেতো না, এখন যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে আর খোদাভীতিও কমে গেছে তো এর জন্য মহিলারা এই মেহেদী ব্যবহার করে নেয়। যাইহোক আমি মেহেদীর মাসআলা দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের ফতোওয়ার আলোকে বর্ণনা করেছি যে, এরূপ মেহেদী লাগানো উচিৎ নয়, যা পরত পরত হয়ে উঠে যায়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৪৭)

প্রশ্ন: ইঞ্জেকশন লাগালে কি অযু ভঙ্গ হয়ে যায়?

উত্তর: যদি ইঞ্জেকশন লাগানোর সময় রক্ত বের হয়ে আসে তবে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে আর যদি রক্ত রেব না হয় তবে অযু ভঙ্গ হবে না। যদি ইঞ্জেকশন লাগানোর সময় এতটুকু রক্ত বের হয়ে আসে যে, প্রবাহিত হয়ে যাবে তবে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে, অন্যথায় ইঞ্জেকশন লাগালেও অযু ভঙ্গ হবে না তবে যদি টেষ্ট করানোর জন্য রক্ত নেয়া হয় তবে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। সুগার (ডায়াবেটিক) টেষ্ট করার জন্য আঙ্গুলে সূঁইয়ের আঘাত করা হয় তবে এতে রক্ত প্রবাহিত হয়না শুধুমাত্র ফোঁটা বের হয় তো ফোঁটা বের হওয়াতে অযু ভঙ্গ হবে না তবে যদি তা মুছে নেয়া না হয় তবে প্রবাহিত হতো এমতাবস্থায় অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) নিয়ম হলো: যেখান থেকে রক্ত বের হলো যদি সেই জায়গা থেকে এমন জায়গায় প্রবাহিত হয়ে গেলো, যার ফলে অযু বা গোসলে ধৌত করা ফরয, তবে এমতাবস্থায় অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১০)

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) এখানে নিয়মই বর্ণনা করা যেতে পারে, কেননা সুগার (ডায়াবেটিক) টেষ্টে কারো রক্ত সামান্য পরিমানে বের হয় আর কারো এতটুকু যে, সূঁই স্পর্শ করাতে ফেটে যায়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৪৩)

প্রশ্ন: ওয়াশরুমে হাত ধোয়ার সময় কি দোয়া বা দরূদ শরীফ পাঠ করা যাবে?

উত্তর: এটাচড বাথ অর্থাৎ গোসলখানার সাথেই W.C দেখা যায়, সেই জায়গায় কোন কিছুই পড়া যাবে না। অযু করলেও কিছুই পড়বে না অতএব অযুর পূর্বে بِسْمِ اللّٰه শরীফ বা যা কিছু পাঠ করতে হয় তা বাইরেই পাঠ করে নিবে অতঃপর ভেতরে গিয়ে চুপচাপ অযু করবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/১৩৪)

www.dawateislami.net

(অপর এক মাদানী মুযাকায় বলেন:) বর্তমানে ধনী লোকদের ঘরে আরাম আয়েশের পূর্ণ ব্যবস্থা থাকে এবং অতি সুন্দর ডেকোরেশন হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক এবং যারা শুধু নামের গরীব হয়ে থাকে তাদের ঘরেও ডেকোরেশন ও সাজসজ্জা হয়ে থাকে কিন্তু অযু খানা থাকে না। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের মধ্যেও কারো কারো ঘরে অযুখানার ব্যবস্থা থাকে, অথচ ঘরে অযুখানা বানানোর জন্য প্রায় উৎসাহ দেয়া হয় আর নির্দেশনার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত **"অযুর পদ্ধতি"** নামক পুস্তিকায় অযুখানার চিত্রও ছাপানো হয়েছে। সাধারনত ঘরে বেসিনে অযু করা হয় আর বেসিন ওয়াশরুমের সাথেই হয়ে থাকে। মনে রাখবেন! যদি বেসিন ওয়াশরুমের সাথে হলে তবে অযু করার সময় "يَا قَادِرُ" এবং অযু করার পূর্বে بِسْمِ الله পাঠ করা যাবে না। যেহেতু অযুর পূর্বে بِسْمِ الله পাঠ করা মুস্তাহাব এবং শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকে**র নাম নেয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (বাহরুর রায়িক, ১/৩৯। হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মিরাকীল ফালাহ, ৬৭ পৃষ্ঠা) তাই ওয়াশরুমে লাগানো বেসিনে অযু করার কারণে যদি তা ছেড়ে দেয়ার অভ্যাস করা হয় তবে গুনাহগার হয়ে যাবে অতএব এমতাবস্থায় "بِسْمِ الله" পাঠ করার জন্য ওয়াশরুম থেকে বের হওয়া জরুরী হয়ে যাবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/২১৩)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ যদি আমার এটা মনে না থাকে যে, আমার অযু আছে কি নাই তবে কি এখন আমি নামাযের জন্য অযু করবো? (SMS এর মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তরঃ যদি এটা জানা আছে, অযু করেছিলাম আর এখন অযু ভঙ্গ হওয়ার এমন দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, শপথ করে বলা যাবে যে, আমার অযু ভঙ্গ হয়ে গেছে তবে এমতাবস্থায় নামাযের জন্য অযু করতে হবে। যদি এই ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, অযু করেছিলাম নাকি করিনি, তবে এখন অযু করতে হবে। (দুররে মুখতার, ১/৩১০) তবে যদি অযু করার কথা তো স্মরণ আছে কিন্তু এই কুমন্ত্রণা এলো যে, অযু করেছি অনেক দেরি হয়ে গেছে, হয়তো অযু ভঙ্গ হয়ে গেছে তবে এতে অযু ভঙ্গ হয়না।

(বাহারে শরীয়াত, ১/৩১১, ২য় অংশ। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৩৬০)

প্রশ্নঃ এক ইসলামী ভাই চোখের অপারেশন করালো, এখন অপারেশনের পর তার চোখ থেকে অশ্রু বা যেই ঔষধ দেয়া হয় তা বের হলো এবং কাপড়ে পড়লো, তবে কি কাপড় নাপাক হয়ে যাবে এবং অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে?

উত্তরঃ যদি পবিত্র ঔষধ চোখে দেয়া হয় আর তা বের হয়ে যায় তবে তা পবিত্র। অসুস্থ চোখের অশ্রু যতক্ষণ চোখের সীমার ভেতর হয়, পবিত্র আর এতে অযুও ভঙ্গ হয়না

www.dawateislami.net

কিন্তু যখন তা সীমা অতিক্রম করে বাইরে বের হবে তখন অযুও ভঙ্গ হয়ে যাবে আর এই অশ্রুও অপবিত্র, যদি তা অসুস্থতার কারণে বের হয়। যাইহোক অসুস্থ চোখ থেকে রোগের কারণে যে অশ্রু বের হয় তা অপবিত্র আর অযু ভঙ্গ করে দেয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৩৬০)

প্রশ্ন: দাঁড়িয়ে অযু করা কেমন?

(Facebook এর মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তর: জায়িয, কিন্তু মুস্তাহাব হলো, বসে অযু করা। (বাহারে শরীয়াত, ১/২৯৬, ২য় অংশ) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৪৮৮)

প্রশ্ন: প্রস্রাবের ফোঁটা বের হওয়ার রোগের কারণে অনেক নামায ছুটে যায়, এই সমস্যার সমাধান বর্ণনা করুন।

উত্তর: ডাক্তারের সরণাপন্ন হোন, এই সমস্যাটি আসলেই অনেক বড় পরীক্ষার কিন্তু এর কারণে নামায ছুটে যাওয়া খুবই হতাশাজনক যে, পবিত্র শরীয়াত সকল সমস্যায় আমাদের নির্দেশনা দিয়েছে কিন্তু আমরা ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব এবং না জানার কারণে এর উপর আমল করতে পারি না। আর বিভিন্ন পেরেশানিতে লিপ্ত হয়ে নামায পর্যন্ত ছেড়ে দিই। এই সমস্যার সমাধানের জন্য আপনাকে আপনার অবস্থার প্রতি ভাবতে হবে। বারবার ফোঁটা আসা, বায়ু বের

www.dawateislami.net

হওয়া বা ক্ষতস্থান থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া, এরূপ রোগী এক নামায থেকে পরবর্তি নামায পর্যন্ত যেমন; আসর থেকে মাগরীব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং নিজের অবস্থার প্রতি ভাবতে থাকবে যে, প্রস্রাবের ফোঁটা বা বায়ু বন্ধ হয়েছে কিনা কিংবা ক্ষত থাকলে তবে ক্ষতস্থান থেকে পানি পড়া বন্ধ হয়েছে কিনা, এই সময়ে যদি এতটুকুও সময় পাওয়া যায়নি যে, সে অযু করে নামায পড়তে পারবে তবে এখন এরূপ রোগী **"শরয়ী মা'জুর"** হিসাবে গন্য হয়ে গেলো। এ ব্যাপারে হুকুম হলো, সে অযু করে নিবে এবং পরবর্তী নামাযের সময় হওয়ার পূর্বেই নামায পড়ে নিবে, যদিও তার প্রস্রাবের ফোঁটা আসুক না কেন, বায়ু বের হোক না কেন কিংবা ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বা পানি প্রবাহিত হোক না কেন, তার এই ওয়াক্তের নামায হয়ে গেলো। এবার যখনই মাগরীবের সময় হলো তার অযু ভঙ্গ হয়ে গেলো, এবার মাগারীবের নামাযের জন্য নতুনভাবে অযু করবে।

যখন নামাযের সময় হয়ে যাবে, সেই নামাযের জন্য অযু করে সেই নামায আদায় করা ব্যতীত যতটুকু ইচ্ছা কাযা নামায ও নফল ইত্যাদি পড়তে পারবে, যদি এক ওয়াক্তে নামাযের সম্পূর্ণ সময়ে একবারই প্রস্রাবের ফোঁটা আসলো তবুও সে মা'জুরই (অপারগ) থাকবে। তবে হ্যাঁ, যদি এক

www.dawateislami.net

ওয়াক্ত নামাযের সম্পূর্ণ সময় এমনভাবে অতিবাহিত হলো যে, একবারও প্রস্রাবের ফোঁটা এলো না তবে এখন সে আর মা'জুর রইলো না। অতঃপর যদি আবারো প্রস্রাবের ফোঁটা আসে তবে বর্ণিত পদ্ধতির উপর আবারো আমল করতে হবে। যাদেরই প্রস্রাবের ফোঁটা আসে বা এমন কোন অপারগতা হয়, যার কারণে বারবার অযু ভঙ্গ হয়, এর বিস্তারিত পদ্ধতি শিখার জন্য আমার কিতাব "নামাযের আহকাম" এর "অযুর পদ্ধতি" অধ্যায়ের ৩০-৩৪ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১৩৭তম পর্ব, ১৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: যদি পাত্রে আয়াত লিখা থাকে তবে কি তাকে খাবার খাওয়া যাবে?

উত্তর: খাওয়া যাবে না। তবে অযু অবস্থায় আরোগ্যের নিয়্যতে সেই পাত্রে পানি ঢেলে তা পান করা যাবে। অযুবিহীন অবস্থায় আয়াতে হাত লাগানো যাবে না।[১]

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬২তম পর্ব, ৪ পৃষ্ঠা)

---

১. সদরুশ শরীয়া মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যেই পাত্রে বা গ্লাসে সূরা বা আয়াত লিখা থাকে তা স্পর্শ করাও তাদের (অযুবিহীন, গোসল ফরয হওয়া এবং হায়েয ও নিফাস ওয়ালী) জন্য হারাম এবং তা ব্যবহার সকলের জন্য মাকরূহ, কিন্তু বিশেষকরে আরোগ্যের নিয়্যতে ব্যবহার করা যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৩২৭, ২য় অংশ)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ ট্রেনে ওয়াশরুম পরিস্কার থাকে না, তবো নামায কিভাবে পড়বো? অযু কিভাবে হবে আর তায়াম্মুম কিভাবে করবো?

উত্তরঃ ট্রেনে ওয়াশরুম অপরিস্কার হয়ে থাকে কিন্তু সর্বদা অপরিস্কার থাকে না, আর ঘরের ওয়াশরুমও তো অপরিস্কার থাকে। ওয়াশরুমের আশেপাশে যেই পানি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে যতক্ষণ নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না, ততক্ষণ আমরা তা অপবিত্র বলতে পারিনা, অতএব যদি অযু করার আর কোন জায়গা না থাকে তবে সেখানে বাধ্য হয়ে অযু করতে পারবে। সম্ভবত ট্রেনে ফার্ষ্ট ক্লাসে তো ওয়াশরুমের বাইরের দিকে বেসিনও থাকে, হয়তো আমি বাইরের দেশে এরূপ দেখেছি, আমাদের এখানকার কথা জানিনা, কেননা আমি বহুবছর ধরে ট্রেনে সফর করিনি। যাইহোক নামাযের জন্য অযু করতে হবে, ট্রেনেও নামায ক্ষমা হবে না আর পানি থাকা অবস্থায় তায়াম্মুমও জায়িয হবে না। সফরে মানুষ নিজের সাথে লোটা বা কোন পাত্র রাখবে, যাতে অযু করে নামাযের ব্যবস্থা করতে পারে। মনে রাখবেন! যেমনিভাবে দীর্ঘস্থায়ী রোগী, যার ঔষধ ব্যতীত উপায় নাই, সে নিজের সাথে টাইম টু

www.dawateislami.net

টাইম ঔষধ রাখে তেমনিভাবে নামাযও আমাদের জন্য রূহের ঔষধ, এরও সম্পূর্ণ ব্যবস্থা রাখা উচিৎ।

(এ ব্যাপারে রুকনে শূরা বলেন:) যদি ট্রেনের কোন বগিতে ওয়াশরুম ভলো না হয় তবে অন্য কোন বগিতে পরিস্কার পাওয়া যেতে পারে, এভাবে সামান্য চেষ্টা করলে পবিত্রতার সমস্যার সমাধান হতে পারে।

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) যদি প্রেরণা থাকে তবে সবকিছুই হতে পারে। যেমনিভাবে আমরা প্রতিদিন খাবার খাই, এর জন্য পূর্বে থেকেই চেষ্টা করি আর এর জন্য উপার্জন করি, এমন তো হয়না যে, খাবারের সময় হয়ে গেছে ও ক্ষুধা লেগেছে তখন উপার্জন করা শুরু করলো আর খাবার ক্রয় করে রান্না করলো বরং কেউ ক্ষুধার অপেক্ষা করে না, পূর্বে থেকেই সকল ব্যবস্থা করে নেয়া হয়, যার ফলে খাবার টাইম টু টাইম পেয়ে যাই কিন্তু নামায, যা কিনা সবচেয়ে উত্তম ইবাদত, এর জন্য আমাদের আগে থেকে কোন ব্যবস্থা থাকে না আর প্রস্তুতিও থাকে না, প্রস্তুতির মানসিকতাও থাকে না। এই অবস্থাও ঐ সকল লোকদের, যারা নামায পড়ে এবং যারা পড়ে না তারা তো পড়েই না অথচ হওয়া উচিৎ ছিলো যে, সর্বদা বান্দা নামাযের ধ্যানে

www.dawateislami.net

থাকা এবং নামাযের চিন্তায় লেগে থাকা যে, নামাযের কি হবে এবং এর ব্যবস্থা কিভাবে হবে? অর্থাৎ বান্দা যেখানেই থাকুক তার অন্তর মসজিদে লেগে থাকা এবং মাথা যেখানেই থাকুক **আল্লাহ পাকের** দরবারে নত থাকা আর হায়! মুসলমানের যেরূপ নামাযী হওয়া উচিৎ **আল্লাহ পাক** যেনো আমরা সেরূপ নামাযী হয়ে যাই। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসগ্র, ২/৫০০)

প্রশ্ন: বাচ্চাকে দুধ পান করালে কি মহিলাদের অযু ভঙ্গ হয়ে যায়?

উত্তর: বাচ্চাকে দুধ পান করানো অযু ভঙ্গের কারণ নয়, অতএব বাচ্চাকে দুধ পান করানোতে মহিলাদের অযু ভঙ্গ হয়না। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা, ২০তম পর্ব, ৩৯ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: পানি পান করার সময় দাঁড়ি বা গোঁফের চুল এতে পতিত হলে কি সেই পানি ব্যবহৃত হয়ে যাবে?

উত্তর: জি, হ্যাঁ! যদি দাঁড়ি ও গোঁফের লোম অধৌত অর্থাৎ তা ধৌত করার পর অযু ভঙ্গ হওয়ার কোন আমল পাওয়া না যাওয়া তবে তা পানিতে পড়ে যাওয়াতে পানি ব্যবহৃত হয়ে যাবে অর্থাৎ এখন সেই পানি অযু করার অনুপযুক্ত হয়ে গেলো। "এই পানি পান করা মাকরূহে তানযিহী।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২/১২২) তবে যদি কোন ব্যক্তি

www.dawateislami.net

ব্যবহৃত পানি পান করে নিলো তবে গুনাহগার হবে না। ব্যবহৃত পানি পবিত্র অতএব তা ফেলে দেয়া যাবে না বরং এই পানি অন্য কোন কিছু ধোয়ার জন্য ব্যবহার করে নিবে। তাছাড়া যদি এই পানির সাথে এর পরিমানের চেয়ে বেশি অব্যবহৃত পানি মিশিয়ে দেয়া হয় তবে তা মিশানোর পর এই ব্যবহৃত পানিও ব্যবহার যোগ্য হয়ে যাবে অর্থাৎ এখন এই পানি পান করা বা তা দ্বারা অযু করাতে কোন সমস্যা নাই।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/২০৮)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

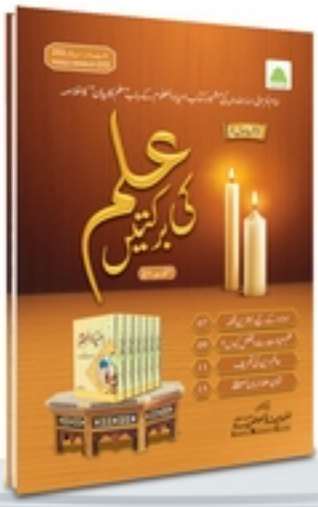

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net